গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট, ১৮৯৭

জুলাই, ২০০৬

উপ-নিয়ন্ত্রক, গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
উপ-নিয়ন্ত্রক, ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।

মুখবন্ধ

বৃটিশ ও পাকিস্তান আমলে প্রণীত অনেক আইন এখনও বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। এ সকল আইন ইংরেজী ভাষায় প্রণীত। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে অনেক আইন ইংরেজী ভাষায় প্রণীত হয়েছে। ইংরেজী ভাষায় প্রণীত এ সকল আইন সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য নয়। সে কারণে মন্ত্রিসভা দেশে প্রচলিত ইংরেজী ভাষায় প্রণীত সকল আইনের অনুমোদিত বাংলা ভাষান্তরের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। মন্ত্রিসভার এ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় উহার প্রশাসনাধীন আইনসমূহও বাংলায় ভাষান্তর ও প্রকাশের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

আইনের পরিমণ্ডলে, বিশেষ করে বিচারক, আইনজীবী, আইনের ছাত্র, শিক্ষক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও আইনের খসড়া প্রণেতাদের কাছে The General Clauses Act, 1897 (X of 1897) একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আইন। পৃথিবীর অনেক দেশে উক্ত আইনটি Interpretation Act নামে অভিহিত। এর সংজ্ঞা, ব্যাখ্যা এবং বিভিন্ন ধারায় ব্যবহৃত অভিব্যক্তিসমূহ অন্যান্য সকল আইনে প্রযোজ্য হয়ে থাকে। উচ্চ আদালতসহ দেশে বিদ্যমান অন্যান্য সকল আদালতের বিচারিক কাজে এবং বিভিন্ন আইনের ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে এ আইনের নির্দেশনাবলী অতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হয়। আইনের খসড়া প্রণেতাগণ নতুন আইনের খসড়া প্রণয়ন করার সময় উক্ত আইনের ব্যাখ্যা এবং অভিব্যক্তিসমূহ অতি গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে থাকেন। এছাড়াও সংবিধানের ১৫২(২) অনুচ্ছেদ দ্বারা সংবিধানের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রেও The General Clauses Act, 1897 (X of 1897) প্রযোজ্য করা হয়েছে।

এ সকল সার্বিক বিষয় বিবেচনাক্রমে আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয় উহার নিজস্ব প্রশাসনাধীন গুরুত্বপূর্ণ আইনসমূহের মধ্যে The General Clauses Act, 1897 অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাংলায় অনুবাদের কার্যক্রম গ্রহণ করে। এ আইনের গঠনশৈলী, ব্যবহৃত শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহের হুবহু অনুবাদ ও ভাষান্তর একটি অত্যন্ত দুরূহ ও দুঃসাধ্য কাজ। এই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য ও প্রাসঙ্গিক বিষয় যথাসম্ভব সঠিক রেখে এবং আধুনিক আইন প্রণয়ন পদ্ধতির সাথে সঙ্গতি রেখে সাধারণ পাঠকের বোধগম্য করতে সহজ-সরল ও প্রাঞ্জল ভাষায় এর ভাষান্তর বা বঙ্গানুবাদ সম্পন্ন করা হয়েছে। আশা করি যে, আইনের সাথে সম্পৃক্ত সব স্তরের মানুষের কাছে উক্ত আইনের বঙ্গানুবাদ প্রয়োজনীয় অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

সুলতানা নাসিরা খান
প্রধান অনুবাদ কর্মকর্তা (যুগ্ম সচিব)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

নং-পাব/আইন-২১/২০০৬

তারিখ ঃ ১৫ জুন, ২০০৬ ইং / ০১ আষাঢ়, ১৪১৩ বাং।

জেনারেল ক্লজেস অ্যাক্ট, ১৮৯৭

সূচীপত্র

প্রারম্ভিক

ধারা

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম।

২। [রহিত]

সাধারণ সংজ্ঞা

৩। সংজ্ঞা।

৪। পূর্ববর্তী আইনসমূহে উপরি-উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের প্রয়োগ।

৪ক। বাংলাদেশের সকল আইনে কতিপয় সংজ্ঞার প্রয়োগ।

ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সাধারণ বিধি

৫। আইন বলবৎকরণ।

৫ক। [বিলুপ্ত]

৬। রহিতকরণের ফলাফল।

৬ক। আইন বা প্রবিধিতে মূলপাঠ সংক্রান্ত সংশোধন দ্বারা আইনের রহিতকরণ।

৭। রহিত আইনে পুনঃপ্রবর্তন।

৮। রহিত আইনের ক্ষেত্রে বরাতের ব্যাখ্যা।

৯। সময়কালে আরম্ভ ও সমাপ্তি।

১০। সময় গণনা।

১১। দূরত্বের পরিমাপ।

১২। আইনে নির্ধারিত শুল্ক আনুপাতিক হারে আদায়যোগ্য।

১৩। লিঙ্গ ও বচন।

১৩ক। [বিলুপ্ত]

ক্ষমতা ও কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ

১৪। অর্পিত ক্ষমতার সময় সময় প্রয়োগ।

১৫। নিয়োগের ক্ষমতা পদাধিকারবলে নিয়োগের ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

১৬। নিয়োগের ক্ষমতা সাময়িক বরখাস্ত বা বরখাস্তকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

১৭। কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের স্থলাভিষিক্তকরণ।

১৮। উত্তরাধিকারী।

১৯। দপ্তর প্রধান ও অধঃস্তন কর্মচারী।

আইনের অধীন প্রণীত আদেশ, বিধিমালা, ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধানাবলী

২০। আইনের অধীন জারীকৃত আদেশ, ইত্যাদির ব্যাখ্যা।

২১। আদেশ, বিধি বা উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা, সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিলের ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

২২। আইন গৃহীত ও কার্যকর হইবার মধ্যবর্তী সময়ে বিধি বা উপ-আইন প্রণয়ন এবং আদেশ জারী।

২৩। প্রাক-প্রকাশনার পর বিধি বা উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান।

২৪। রহিত এবং পুনঃপ্রবর্তিত আইনের অধীন জারীকৃত আদেশ, ইত্যাদির ধারাবাহিকতা।

বিবিধ

২৫। জরিমানা আদায়।

২৬। দুই বা ততোধিক আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে বিধান।

২৭। ডাকযোগে জারীর অর্থ।

২৮। আইনের উদ্ধৃতি।

২৯। পূর্ববর্তী আইন, বিধি এবং উপ-আইনের হেফাজত।

৩০। অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ।

৩০ক-৩১। [রহিত]

৩১। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আদেশের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ।

তফসিল।—[রহিত]

১৮৯৭ সনের ১০ নং আইন

১৮৬৮ ও ১৮৮৭ সনের জেনারেল ক্লজেস্ অ্যাক্টসমূহ একীভূত এবং সম্প্রসারণ করিবার উদ্দেশ্যে প্রণীত আইন,

যেহেতু ১৮৬৮ ও ১৮৮৭ সনের জেনারেল ক্লজেস্ অ্যাক্টসমূহ একীভূত এবং সম্প্রসারণ করা সমীচীন ; সেহেতু এতদ্বারা নিম্নরূপ আইন প্রণয়ন করা হইল ঃ–

প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম**।–(১) এই আইন জেনারেল ক্লজেস্ অ্যাক্ট, ১৮৯৭ নামে অভিহিত হইবে।[১]* [২][(২) রহিত]

২। [২][রহিত]

সাধারণ সংজ্ঞা

৩। **সংজ্ঞা**।–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইন এবং এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [৩][সংসদের অন্যান্য সকল আইন] ও প্রবিধানে,–

(১) **দুষ্কর্মে সহায়তা করা**।–"দুষ্কর্মে সহায়তা করা" বলিতে, ইহার ব্যাকরণগত পরিবর্তন ও সমপ্রকৃতির অভিব্যক্তিসহ, [৪]*দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন)তে ব্যবহৃত অনুরূপ অভিব্যক্তিকে বুঝাইবে ঃ

[৫][(১ক) **সংসদের আইন**।–"সংসদের আইন" অর্থে সংসদ কর্তৃক প্রণীত কোন আইনকে বুঝাইবে এবং কোন আইন প্রণয়নকারী পরিষদ কর্তৃক অথবা বাংলাদেশে বা ইহার কোন অংশে বলবৎ কোন সাংবিধানিক দলিলের অধীন আইন প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক গৃহীত বা প্রণীত যেকোন আইনও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ]

(২) **কার্য**।–"কার্য" বলিতে, কোন অপরাধ বা দেওয়ানী অন্যায়ের প্রসঙ্গে এবং সম্পাদিত কার্য নির্দেশক শব্দের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত, কতিপয় কার্যসমষ্টির ধারাবাহিকতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ; ইহা অবৈধ বিচ্যুতি প্রসঙ্গে ব্যবহৃত শব্দাবলী পর্যন্তও সম্প্রসারিত হইবে ঃ

---

[১]রহিতকরণ ও সংশোধনী আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ১০ নং আইন)-এর ধারা ৩ ও তফসিল ২ দ্বারা উপ-ধারা (১)-এর "এবং" শব্দটি ও উপ-ধারা (২)-এর সকল অংশ রহিত।

[২]রহিতকরণ ও সংশোধনী আইন, ১৯০৩ (১৯০৩ সনের ১ নং আইন)-এর ধারা ৪ এবং তফসিল ৩ দ্বারা রহিত।

[৩]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (২৬ মার্চ ১৯৭১ সন হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা "কেন্দ্রীয় আইন" শব্দসমূহের পরিবর্তে "অন্যান্য সংসদীয় আইন" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত।

[৪]প্রাগুক্ত আদেশ দ্বারা "পাকিস্তান" শব্দটি রহিত।

[৫]প্রাগুক্ত আদেশ দ্বারা মূল দফা (১ক)-এর পরিবর্তে দফা ১(ক) প্রতিস্থাপিত।

[১][(২ক) **অ্যাডভোকেট**।—"অ্যাডভোকেট" অর্থ বাংলাদেশ লিগ্যাল প্রাক্টিশনারস এ্যান্ট বার কাউন্সিল আদেশ, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৪৬)-এর অধীন অ্যাডভোকেট হিসাবে তালিকাভুক্ত কোন ব্যক্তি ঃ]

(৩) **হলফনামা**।—"হলফনামা" অর্থে শপথের পরিবর্তে আইন দ্বারা দৃঢ়তাসহকারে বলিতে বা ঘোষণা করিতে অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি কর্তৃক দৃঢ়তাসহকারে বলা বা ঘোষণা করাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ঃ

[২][(৩ক) **আপীল বিভাগ**।—"আপীল বিভাগ" অর্থ—

(অ) ১৯৭২ সনের ডিসেম্বর মাসের ১৬তম দিবসের পূর্বের কোন সময়ের ক্ষেত্রে, বাংলাদেশ হাইকোর্টের আপীল বিভাগ ; এবং

(আ) উহার পরিবর্তে যে কোন সময়ের ক্ষেত্রে, সংবিধানের অধীন গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ ঃ]

(৩খ) [৩][বিলুপ্ত]

(৩গ) [৩][বিলুপ্ত]

(৩ঘ) [৩][বিলুপ্ত]

(৪) [৩][বিলুপ্ত]

(৫) [৩][বিলুপ্ত]

(৬) [৩][বিলুপ্ত]

(৭) [৩][বিলুপ্ত]

(৮) [৩][বিলুপ্ত]

(৮ক) [৪][রহিত]

---

[১]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (২৬ মার্চ, ১৯৭১ সন হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২]প্রাগুক্ত আদেশ দ্বারা আদিদফা ৩ (ক)-এর পরিবর্তে দফা ৩ (ক) প্রতিস্থাপিত।

[৩]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ দ্বারা দফা ৩ (খ), (৩গ), (৩ঘ), (৪), (৫), (৬), (৭) এবং (৮) বিলুপ্ত।

[৪]রহিতকরণ ও সংশোধনী আইন, ১৯০৩ (১৯০৩ সনের ১ নং আইন)-এর ধারা ৩ ও তফসিল ১ দ্বারা সন্নিবেশিত "বার্মা আইন" সংক্রান্ত দফা (৮ক) ফেডারেল লজ রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন অ্যাক্ট, ১৯৫১ (১৯৫১ সনের ২৬ নং আইন)-এর ধারা ৩ ও তফসিল ২ দ্বারা রহিত।

[১](৮কক) **বাংলাদেশের আইন**।—"বাংলাদেশের আইন" অর্থে বাংলাদেশে বলবৎ যে কোন আইন, অধ্যাদেশ, প্রবিধি, বিধি, আদেশ বা উপ-আইনকে বুঝাইবে ঃ

(৮কখ) [২][বিলুপ্ত]

(৮কগ) [২][বিলুপ্ত]

(৮খ) [৩][রহিত]

(৮গ) [৪][রহিত]

(৯) **অধ্যায়**।—"অধ্যায়" অর্থে যে সকল আইন বা প্রবিধিতে অধ্যায় শব্দটির উল্লেখ রহিয়াছে সেই সকল আইন বা প্রবিধির অধ্যায়কে বুঝাইবে ঃ

[৫](৯ক) **প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষ**।—"প্রধান রাজস্ব কর্তৃপক্ষ" অর্থে জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, ১৯৭২ (১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৭৬)-এর অধীন গঠিত জাতীয় রাজস্ব বোর্ডকে বুঝাইবে ঃ]

[৬](৯কক) **চট্টগ্রাম মহানগর এলাকা**।—"চট্টগ্রাম মহানগর এলাকা" অর্থ চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪৮নং অধ্যাদেশ)-এ সংজ্ঞায়িত চট্টগ্রাম মহানগর এলাকা ঃ]

[৭](১০) **কালেক্টর**।—"কালেক্টর" অর্থে কোন জেলার রাজস্ব প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তাকে বুঝাইবে] [৮][এবং উক্ত জেলার কোন ডেপুটি কমিশনারও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন ঃ]

(১১) [৯][বিলুপ্ত]

(১২) **প্রবর্তন**।—"প্রবর্তন", অর্থে[১০], কোন আইন বা প্রবিধি প্রসঙ্গে ব্যবহৃত হইবার ক্ষেত্রে, উক্ত আইন বা প্রবিধি কার্যকর হইবার দিবসকে বুঝাইবে ঃ

(১৩) **কমিশনার**।—"কমিশনার" অর্থে কোন বিভাগের রাজস্ব প্রশাসনের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্মকর্তাকে বুঝাইবে [১১][এবং উক্ত বিভাগের কোন অতিরিক্ত কমিশনারও উহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন ঃ]

---

[১]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা দফা (৮কক) প্রতিস্থাপিত।

[২]প্রাগুক্ত আদেশ দ্বারা দফা (৮কখ) এবং (৮কগ) বিলুপ্ত।

[৩]দ্বিতীয় রহিতকরণ ও সংশোধনী আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ১৭নং আইন)-এর ধারা ২ ও ১ দ্বারা সন্নিবেশিত "সেন্ট্রাল প্রভিন্সেস্ অ্যাক্ট" সংক্রান্ত দফা (৮গ) ফেডারেল লজ (রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৫১ (১৯৫১ সনের ২৫নং আইন)-এর ধারা ৩ ও তফসিল ২ দ্বারা রহিত।

[৪]সংযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা সন্নিবেশিত "কেন্দ্রীয় প্রাদেশিক এবং বেয়ার অ্যাক্ট" সম্পর্কিত দফা (৮গ) ফেডারেল লজ, (রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৫১ (১৯৫১ সনের ২৫ নং আইন)-এর ধারা ৩ ও তফসিল ২ দ্বারা রহিত।

[৫]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা দফা (৯ক) প্রতিস্থাপিত।

[৬]১৯৭৮ সনের ৪৮ নং অধ্যাদেশ (২৫-১১-১৯৭৮ ইং তারিখ কার্যকর) দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৭]গভর্নর জেনারেল অর্ডার, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সনের ২০ নং অর্ডার)-এর তফসিল দ্বারা আদি দফা (১০)-এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৮]জেনারেল ক্লজেস্ (এ্যামেন্ডমেন্ট) অর্ডিন্যান্স, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ২৯ নং অধ্যাদেশ)-এর ধারা ২ দ্বারা সংযোজিত।

[৯]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা দফা (১১) বিলুপ্ত।

[১০]পরবর্তী ধারা ৫ দ্রষ্টব্য।

[১১]জেনারেল ক্লজেস (সংশোধন) অধ্যাদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের ২৯ নং অধ্যাদেশ) দ্বারা সংযোজিত।

[১][(১৩ক) **সংবিধান**।—"সংবিধান" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ঃ]

[২][(১৪) **কনস্যুলার অফিসার**।—"কনস্যুলার অফিসার" বলিতে কনসাল-জেনারেল, কনসাল, ভাইস-কনসাল, কনস্যুলার এজেন্ট, প্রো-কনসাল এবং সাময়িকভাবে কনসাল-জেনারেল, কনসাল, ভাইস-কনসাল বা কনস্যুলার এজেন্ট হিসাবে দায়িত্বপ্রাপ্ত যেকোন ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ঃ]

[৩][(১৪ক) **ঢাকা মহানগর এলাকা**।—"ঢাকা মহানগর এলাকা" অর্থ ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৩নং অধ্যাদেশ)-এ সংজ্ঞায়িত ঢাকা মহানগর এলাকা ঃ]

(১৪খ) [৪][বিলুপ্ত]

(১৪গ) [৪][বিলুপ্ত]

(১৪ঘ) [৪][বিলুপ্ত]

(১৪ঙ) [৪][বিলুপ্ত]

(১৪চ) [৪][বিলুপ্ত]

(১৪ছ) [৪][বিলুপ্ত]

(১৫) **জেলাজজ**।—"জেলাজজ" অর্থে আদি এখতিয়ারসম্পন্ন প্রধান দেওয়ানী আদালতের বিচারককে বুঝাইবে, তবে সাধারণ বা অসাধারণ আদি এখতিয়ার প্রয়োগের ক্ষেত্রে [৫][হাইকোর্ট বিভাগকে] অন্তর্ভুক্ত করিবে না ঃ

(১৬) **দলিল**।—"দলিল" বলিতে বর্ণ, আকৃতি বা চিহ্ন বা একাধিক পন্থায় এইগুলিকে প্রকাশের উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য বা ব্যবহারযোগ্য উপায়ে কোন বস্তুর উপর লিখিত, ব্যক্ত বা বর্ণিত কোন বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করিবে ঃ

---

[১]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (২৬ মার্চ ১৯৭১ সন হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা দফা (১৩ক) প্রতিস্থাপিত।

[২]দি কন্স্যুলার সেলারিজ এ্যাক্ট ফিস অ্যাক্ট, ১৮৯১ (৫৪ এবং ৫৫ ভিক্টোরিয়ান শতক ৩৬)-এর ধারা ৩ দ্রষ্টব্য।

[৩]১৯৭৬ সনের ৬৯ নং অধ্যাদেশ দফা (১৪)-এর পরে দফা (১৪ক) প্রতিস্থাপিত।

[৪]অ্যাডাপটেশন অব ইন্ডিয়ান লজ অর্ডার, ১৯৩৭ দ্বারা সন্নিবেশিত দফা (১৪খ), (১৪গ), (১৪ঘ), (১৪ঙ), (১৪চ), (১৪ছ) পরবর্তীতে দি পাকিস্তান (অ্যাডাপটেশন অফ এক্সিসটিং পাকিস্তান লজ) অর্ডার, ১৯৪৭ (গভর্নর জেনারেল অর্ডার ২০, ১৯৪৭ দ্বারা) সংশোধিত এবং সেন্ট্রাল লজ (এড্যাপটেশন) অর্ডার, ১৯৬১-এর অনুচ্ছেদ ২ এবং তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[৫]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (২৬ মার্চ, ১৯৭১ সন হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা "একটি হাইকোর্ট" শব্দসমূহের পরিবর্তে "হাইকোর্ট বিভাগ" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত।

(১৬ক) [১][বিলুপ্ত]

(১৬খ) [১][বিলুপ্ত]

(১৬গ) [১][বিলুপ্ত]

(১৭) **আইন**।—"আইন" বলিতে প্রবিধি (অতঃপর যেভাবে সংজ্ঞায়িত হইয়াছে)-কে অন্তর্ভুক্ত করিবে [২]*** এবং কোন আইন বা উপরি-উক্ত অনুরূপ কোন প্রবিধিতে বর্ণিত বিধানকেও অন্তর্ভুক্ত করিবে ঃ

(১৮) **পিতা**।—"পিতা" বলিতে, কোন ব্যক্তির ব্যক্তি সম্বন্ধীয় আইনে দত্তক গ্রহণ অনুমোদিত হইলে, একজন দত্তক গ্রহণকারী পিতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ঃ

(১৮ক) [৩][বিলুপ্ত]

(১৮খ) [৩][বিলুপ্ত]

[৪][(১৯) **অর্থ-বৎসর**।—"অর্থ-বৎসর" অর্থে জুলাই মাসের প্রথম দিবসে আরম্ভ এবং জুন মাসের ত্রিশতম দিবসে সমাপ্ত বৎসরকে বুঝাইবে ঃ]

[৫][(২০) **সরল বিশ্বাস**।—অবহেলাবশতঃ কৃত হইয়াছে কিনা এই বিবেচনা নির্বিশেষে, কোন কিছু প্রকৃতপক্ষে সততার সহিত করা হইলে উহা "সরল বিশ্বাসে" কৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে ঃ]

[৬][(২১) **সরকার**।—"সরকার" বা "এই সরকার" অর্থে—

(ক) ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের ২৬তম দিবসের পূর্বে সম্পাদিত কোন কার্যের ক্ষেত্রে, বর্তমান বাংলাদেশ গঠনকারী ভূখণ্ডের সীমারেখার মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল এইরূপ কোন সরকার ; এবং

(খ) ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের ২৫তম দিবসের পরবর্তীতে সম্পাদিত কোন কার্য বা সম্পাদিতব্য কার্যের ক্ষেত্রে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারকে বুঝাইবে ঃ]

---

[১]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা দফা (১৬ক), (১৬খ) এবং (১৬গ) বিলুপ্ত।

[২]প্রাগুক্ত আদেশ দ্বারা "এ্যান্ড এনি রেগুলেশন অফ দি বেঙ্গল অব বোম্বে কোড" শব্দসমূহ বিলুপ্ত।

[৩]১৯৪৭ সনের ২০নং গভর্নর জেনারেলস অর্ডার দ্বারা "প্রাদেশিক সরকার" এবং "প্রাদেশিক রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ" সম্পর্কিত দফা (১৮ক) এবং (১৮খ) বিলুপ্ত।

[৪]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা আদি দফা (১৯)-এর পরিবর্তে দফা (১৯) প্রতিস্থাপিত।

[৫]দি পাকিস্তান পেনাল কোড, ১৮৬০ (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন), এর ধারা ৫২ দি বিলস অব এক্সচেঞ্জ এ্যাক্ট, ১৮৮২ (৪৩ এবং ৪৬ ভিক্টোরিয়ান শতক ৬১)-এর ধারা ৯০ এবং দি সেল অফ গুডস অ্যাক্ট, ১৮৯৩ (৫৬ এবং ৫৭ ভিক্টোরিয়ান শতক ৭১)-এর ধারা ৬২) ১৮৯৭ সনের গেজেট অব ইন্ডিয়া পার্ট-৬ (পৃষ্ঠা ৪৬ হতে ৬২ এবং ৭৬ হতে ৭৯ দ্রষ্টব্য।

[৬]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (২৬ মার্চ, ১৯৭২ সন হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা আদি দফা (২১)-এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[১][(২১ক) **সরকারী চুক্তি**।—"সরকারী চুক্তি" এবং সমতুল্য অভিব্যক্তি দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের নির্বাহী কর্তৃত্বে প্রণীত চুক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ঃ

(২১খ) **সরকারী ঋণ**।—"সরকারী ঋণ" এবং সমতুল্য অভিব্যক্তি দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের পাওনাদি এবং বর্তমান বাংলাদেশ গঠনকারী ভূখণ্ডে ক্রিয়াশীল ছিল এইরূপ কোন সরকারের কোন পাওনাদিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(২১গ) **সরকারী মঞ্জুরী**।—"সরকারী মঞ্জুরী" বলিতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে এবং ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের ২৬তম দিবসের পূর্বে, বর্তমান বাংলাদেশ গঠনকারী ভূখণ্ডে ক্রিয়াশীল ছিল এইরূপ কোন সরকার কর্তৃক বা সরকারের পক্ষে প্রদত্ত (ভূমি হস্তান্তর বা উহা হইতে উদ্ভূত কোন সুদ বা পরিশোধিত অর্থসহ) কোন মঞ্জুরীকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(২১ঘ) **সরকারী দায়**।—"সরকারী দায়" এবং সমতুল্য অভিব্যক্তি দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের দায় এবং কেবল গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক স্পষ্টরূপে স্বীকৃত বর্তমান বাংলাদেশ গঠনকারী ভূখণ্ডে কোন সময়ে ক্রিয়াশীল ছিল এইরূপ সরকারের দায়কে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(২১ঙ) **সরকারী সম্পত্তি**।—"সরকারী সম্পত্তি" এবং সমতুল্য অভিব্যক্তি দ্বারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের বরাবরে বা উদ্দেশ্যে অর্পিত বা অন্য কোনভাবে অর্জিত সম্পত্তি এবং ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের ২৬তম দিবসের পূর্বে বর্তমান বাংলাদেশ গঠনকারী ভূখণ্ডে ক্রিয়াশীল ছিল এইরূপ যে কোন সরকারের বরাবরে অর্পিত কোন সম্পত্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ;

(২২) **সরকারী ঋণপত্র**।—"সরকারী ঋণপত্র" অর্থে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ঋণপত্রকে বুঝাইবে ঃ]

(২৩) [২][রহিত]

[৩][(২৪) **হাইকোর্ট**।—১৯৭২ সনের ডিসেম্বর মাসের ১৬তম দিবসের পূর্বের কোন সময়ের ক্ষেত্রে, "হাইকোর্ট" অর্থে বাংলাদেশ হাইকোর্ট এবং ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের ২৬তম দিবসের পূর্বের কোন সময়ের ক্ষেত্রে, বর্তমান বাংলাদেশ গঠনকারী ভূখণ্ডে ক্রিয়াশীল ছিল এইরূপ কোন হাইকোর্টকে বুঝাইবে ঃ]

[৪][(২৪ক) **হাইকোর্ট বিভাগ**।— "হাইকোর্ট বিভাগ" অর্থে সংবিধানের অধীন গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগকে বুঝাইবে ঃ]

(২৫) **স্থাবর সম্পত্তি**।—"স্থাবর সম্পত্তি" বলিতে ভূমি, ভূমি হইতে আহরিত সুবিধা, এবং ভূমির সহিত সংযুক্ত কোন বস্তু, অথবা ভূমির সহিত সংযুক্ত কোন কিছুর সহিত স্থায়ীভাবে আবদ্ধ কোন বস্তুকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ঃ

---

[১]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৭-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা আদি দফাসমূহের পরিবর্তে দফা (২১ক), (২১খ), (২১গ), (২১ঘ) এবং (২১ঙ) প্রতিস্থাপিত।

[২]রহিতকরণ ও সংশোধনী আইন, ১৯১৯ (১৯১৯ সনের ১৮ নং আইন)-এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা দফা (২৩) রহিত।

[৩]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৭ (২৬ মার্চ, ১৯৭১ সন হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা আদি দফা (২৪)-এর পরিবর্তে দফা (২৪) প্রতিস্থাপিত।

[৪]প্রাগুক্ত আদেশ দ্বারা দফা (২৪ক) সন্নিবেশিত।

(২৬) **কারাদণ্ড** ।—"কারাদণ্ড" অর্থে [১]*দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) তে সংজ্ঞায়িত যে কোন বর্ণনার কারাদণ্ড বুঝাইবে ঃ

[২][(২৬ক) **খুলনা মহানগর এলাকা** ।— "খুলনা মহানগর এলাকা" অর্থ খুলনা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৫২ নং অধ্যাদেশ)-এ সংজ্ঞায়িত খুলনা মহানগর এলাকা ঃ]

(২৭) [৩][বিলুপ্ত]

(২৭ক) [৪][বিলুপ্ত]

(২৭খ) [৫][বিলুপ্ত]

(২৭গ) [৫][বিলুপ্ত]

[৬][(২৮) **স্থানীয় কর্তৃপক্ষ** ।— "স্থানীয় কর্তৃপক্ষ" অর্থে কোন পৌর বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের তহবিল নিয়ন্ত্রণ বা ব্যবস্থাপনার্থে সরকার কর্তৃক আইনগতভাবে প্রাধিকার বা ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পৌরসভা, জেলাবোর্ড, ইউনিয়ন পঞ্চায়েত, বন্দরের ট্রাস্টিবোর্ড, বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষকে বুঝাইবে অথবা কোন আইনের অধীন সরকার কর্তৃক গঠিত বা প্রতিষ্ঠিত কোন কর্পোরেশন অথবা অন্যান্য সংস্থা বা কর্তৃপক্ষকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ঃ]

(২৯) [৭][রহিত]

(৩০) [৭][রহিত]

(৩১) **ম্যাজিস্ট্রেট** ।—"ম্যাজিস্ট্রেট" বলিতে আপাততঃ বলবৎ ফৌজদারী কার্যবিধির অধীন একজন ম্যাজিস্ট্রেটের সকল বা যে কোন ক্ষমতা প্রয়োগকারী প্রত্যেক ব্যক্তিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ঃ

(৩২) **মাস্টার (জাহাজের)** ।—"মাস্টার" কোন জাহাজের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অর্থে, সাময়িকভাবে জাহাজটির নিয়ন্ত্রণ বা দায়িত্বে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি (কোন পাইলট বা হারবার-মাস্টার ব্যতীত)কে বুঝাইবে ঃ

---

[১]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৭-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা "পাকিস্তান" শব্দটি বিলুপ্ত।

[২]১৯৮৫ সনের ৫২ নং অধ্যাদেশ দ্বারা দফা (২৬ক) সংযোজিত (ধারা ১১৫, তফসিল-৩, সিরিয়াল নং-১(ক) দ্রষ্টব্য)।

[৩]প্রাগুক্ত আদেশ দ্বারা দফা (২৭) বিলুপ্ত।

[৪]অ্যাডাপটেশন অব ইন্ডিয়ান লজ অর্ডার, ১৯৩৭ দ্বারা সন্নিবেশিত "ভারতীয় আইন" এর সহিত সম্পর্কিত দফা (২৭ক) দি পাকিস্তান (এ্যাডাপটেশন অফ এক্সিসটিং পাকিস্তান লজ) অর্ডার, ১৯৪৭ (১৯৪৭ সনের জেনারেল অর্ডার নং ২০) দ্বারা বিলুপ্ত।

[৫]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (২৬ মার্চ, ১৯৭১ হইতে কার্যকর) এর অনুচ্ছেদ ৮ দ্বারা দফা (২৭খ) এবং (২৭গ) বিলুপ্ত।

[৬]প্রাগুপ্ত আদেশ দ্বারা আদি দফা (২৮) এর পরিবর্তে দফা (২৮) প্রতিস্থাপিত।

[৭]অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা দফা (২৯)-এ "স্থানীয় সরকার" এর সংজ্ঞা বিলুপ্ত এবং ফেডারেল লজ (রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৫১ (১৯৫১ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৩ ও তফসিল ২ দ্বারা দফা (৩০)-এ "মাদ্রাজ আইন" এর সংজ্ঞা বিলুপ্ত।

[১][(৩২ক) **মহানগর এলাকা** ।—"মহানগর এলাকা" অর্থ চট্টগ্রাম মহানগর এলাকা বা ঢাকা মহানগর এলাকার বা খুলনা মহানগর এলাকা বা রাজশাহী মহানগরী পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন) এর প্রথম তফসিলে বর্ণিত এলাকা ঃ]

(৩৩) **মাস** ।—"মাস" অর্থে ব্রিটিশ পঞ্জিকা অনুযায়ী গণনাকৃত মাসকে বুঝাইবে ঃ

(৩৪) **অস্থাবর সম্পত্তি** ।—"অস্থাবর সম্পত্তি" অর্থে স্থাবর সম্পত্তি ব্যতীত যে কোন বর্ণনার সম্পত্তিকে বুঝাইবে ঃ

(৩৪ক১) [২][বিলুপ্ত]

(৩৪ক) [২][বিলুপ্ত]

(৩৫) [৩][রহিত]

(৩৬) **শপথ** ।—"আনুষ্ঠানিক শপথ" অর্থে শপথ গ্রহণের পরিবর্তে আইন দ্বারা দৃঢ়তাসহকারে বলিতে বা ঘোষণা করিতে অনুমতিপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা দৃঢ়তাসহকারে বলা এবং ঘোষণা করাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ঃ

(৩৭) **অপরাধ** ।—"অপরাধ" অর্থে আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য কোন কার্য বা বিচ্যুতিকে বুঝাইবে ঃ

[৪][(৩৭ক) **সরকারী গেজেট** ।—"সরকারী গেজেট" বা "গেজেট" অর্থে বাংলাদেশ গেজেটকে বুঝাইবে ঃ

(৩৭খ) **সংসদ** ।—"সংসদ" অর্থে জাতীয় সংসদ নামে পরিচিত বাংলাদেশের সংসদকে বুঝাইবে ঃ]

(৩৭গ) [৫][বিলুপ্ত]

---

[১]১৯৭৮ সনের ৪৮ নং আদেশ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতি আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর) এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা দফা (৩৪ক১) ও (৩৪ক) বিলুপ্ত।

[৩]ফেডারেল লজ (রিভিশন এ্যান্ড ডিক্লারেশন) অ্যাক্ট, ১৯৫১ (১৯৫১ সনের ২৬ নং আইন) এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা দফা (৩৫) রহিত।

[৪]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ, হইতে কার্যকর) এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা দফা (৩৭ক) এবং (৩৭খ) প্রতিস্থাপিত।

[৫]জেনারেল ক্লজেস্ (সংশোধনী) আইন, ১৯৫১ (১৯৫১ সনের ২৭ নং আইন) (১৯৪৭ সনের ১৪ই আগস্ট হইতে কার্যকর) এর ধারা ২ দ্বারা দফা (৩৭গ) বিলুপ্ত।

(৩৮) **অংশ**।- "অংশ" অর্থে যে সকল আইন বা প্রবিধিতে অংশ শব্দটির উল্লেখ রহিয়াছে সে সকল আইন বা প্রবিধির অংশকে বুঝাইবে ঃ

(৩৯) **ব্যক্তি**।- "ব্যক্তি" বলিতে, নিগমিত হউক বা না হউক, কোন কোম্পানি বা সমিতি অথবা ব্যক্তি বিশেষের সমষ্টিকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ঃ

[১][(৩৯ক) **পুলিশ কমিশনার**।- "পুলিশ কমিশনার" অর্থ ঢাকা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ (১৯৭৬ সনের ৩ নং অধ্যাদেশ), বা চট্টগ্রাম মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৭৮ (১৯৭৮ সনের ৪৮ নং অধ্যাদেশ), বা খুলনা মহানগর পুলিশ অধ্যাদেশ, ১৯৮৫ (১৯৮৫ সনের ৫২ নং অধ্যাদেশ) রাজশাহী মহানগর পুলিশ আইন, ১৯৯২ (১৯৯২ সনের ২৩ নং আইন)-এর অধীনে নিযুক্ত পুলিশ কমিশনার এবং উক্ত যে কোন অধ্যাদেশের ও আইনের অধীন নিযুক্ত অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার, উপ-পুলিশ কমিশনার ও সহকারী পুলিশ কমিশনারও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবেন ঃ]

(৪০) [২][বিলুপ্ত]

(৪১) [৩][বিলুপ্ত]

(৪২) [২][বিলুপ্ত]

(৪৩) [২][বিলুপ্ত]

(৪৩ক১) [২][বিলুপ্ত]

(৪৩ক) [২][বিলুপ্ত]

(৪৪) **গণউপদ্রব**।- "গণউপদ্রব" অর্থে [৪]* দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) সংজ্ঞায়িত গণউপদ্রবকে বুঝাইবে ঃ

---

[১] ১৯৭৮ সনের ৪৮ নং আদেশ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২] ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭(১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা দফা (৪০), (৪২), (৪৩), (৪৩ক১) এবং (৪৩ক) বিলুপ্ত।

[৩] ১৯৪৭ সনের গভর্নর জেনারেলের আদেশ নং ২০-এর তফসিল দ্বারা "প্রেসিডেন্সি টাউন" সংজ্ঞায়িত দফা (৪১) বিলুপ্ত।

[৪] ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭(১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা "পাকিস্তান" শব্দটি বিলুপ্ত।

(৪৪ক১) [১][বিলুপ্ত]

(৪৪ক) [১][বিলুপ্ত]

[২][(৪৪খ) **রাষ্ট্রপতি**।- "রাষ্ট্রপতি" অর্থ সংবিধানের অধীন নির্বাচিত বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি অথবা সাময়িকভাবে উক্ত পদে কর্মরত কোন ব্যক্তি ঃ]

(৪৫) **নিবন্ধিত**।- কোন দলিল প্রসঙ্গে ব্যবহৃত "নিবন্ধিত" অর্থে, দলিল নিবন্ধনের নিমিত্ত [৩]* আপাততঃ বলবৎ কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত বুঝাইবে ঃ

[৪][(৪৬) **প্রবিধি**।- "প্রবিধি" অর্থে বাংলাদেশে বলবৎ এবং কোন সাংবিধানিক দলিলের অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত প্রবিধিকে বুঝাইবে ঃ]

[২][(৪৬ক) **প্রজাতন্ত্র**।- "প্রজাতন্ত্র" অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ ;]

(৪৭) **বিধি**।- "বিধি" অর্থে কোন আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রণীত কোন বিধিকে বুঝাইবে, এবং কোন আইনের অধীন বিধি হিসাবে প্রণীত কোন প্রবিধিও ইহার অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

(৪৮) **তফসিল**।- "তফসিল" অর্থে যে সকল আইন বা প্রবিধিতে তফসিল শব্দটির উল্লেখ রহিয়াছে সেই সকল আইন বা প্রবিধির তফসিলকে বুঝাইবে ঃ

(৪৯) [৫][বিলুপ্ত]

(৫০) **ধারা**।- "ধারা" অর্থে যে সকল আইন বা প্রবিধিতে ধারা শব্দটির উল্লেখ রহিয়াছে সেই সকল আইন বা প্রবিধির ধারাকে বুঝাইবে ঃ

[২][(৫০ক) **প্রজাতন্ত্রের কর্ম**।- "প্রজাতন্ত্রের কর্ম" অর্থ অসামরিক বা সামরিক ক্ষমতায় বাংলাদেশ সরকার-সংক্রান্ত যে কোন কর্ম, চাকুরী বা পদ, এবং আইনের দ্বারা প্রজাতন্ত্রের কর্ম বলিয়া ঘোষিত হইতে পারে, এইরূপ অন্য কোন কর্ম ঃ]

(৫১) **জাহাজ**।- "জাহাজ"বলিতে কেবল দাঁড় দ্বারা চালিত নহে, জলপথের যে কোন বর্ণনার এইরূপ প্রত্যেকটি নৌযানকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ঃ

---

[১]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা দফা (৪৪ক১) ও (৪৪ক) বিলুপ্ত।

[২]১৯৭৩ সনের ৮ নং আইন (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর ধারা ৩ এবং দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা দফা (৪৬)-এর পর দফা (৪৬ক) সন্নিবেশিত।

[৩]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা "একটি প্রদেশে" শব্দ সমষ্টি বিলুপ্ত।

[৪]প্রাগুক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা আদি দফা (৪৬)-এর পরিবর্তে দফা (৪৬) প্রতিস্থাপিত।

[৫]প্রাগুক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা আদি দফা (৪৯), (৫২ক১) ও (৫২ক) বিলুপ্ত।

(৫২) **স্বাক্ষর**।- "স্বাক্ষর" অর্থে, ইহার ব্যাকরণগত পরিবর্তন ও সমপ্রকৃতির অভিব্যক্তিসহ, নিজের নাম লিখিতে অক্ষম কোন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, ইহার ব্যাকরণগত পরিবর্তন ও সমপ্রকৃতির অভিব্যক্তিসহ, কোন "চিহ্ন" অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

(৫২ক১) [১][বিলুপ্ত]

(৫২ক) [১][বিলুপ্ত]

(৫৩) **পুত্র**।- "পুত্র" বলিতে কোন ব্যক্তির ব্যক্তি সম্বন্ধীয় আইনে দত্তক গ্রহণ অনুমোদিত হইলে, একজন দত্তকপুত্রকে অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

(৫৩ক) [২][বিলুপ্ত]

(৫৪) **উপ-ধারা**।- "উপ-ধারা" অর্থে যে সকল ধারায় উপ-ধারা শব্দটির উল্লেখ রহিয়াছে সেই সকল ধারার উপ-ধারাকে বুঝাইবে ঃ

[৩][(৫৪ক) **সরকার কর্তৃক বা সরকারের বিরুদ্ধে মকদ্দমা**।- "সরকার কর্তৃক বা সরকারের বিরুদ্ধে মকদ্দমা" এবং সমতুল্য অভিব্যক্তি দ্বারা বাংলাদেশ কর্তৃক বা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে মকদ্দমা অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ]

(৫৫) **প্রতিজ্ঞা**।- "প্রতিজ্ঞা" বলিতে, ইহার ব্যাকরণগত পরিবর্তন ও সমপ্রকৃতির অভিব্যক্তিসহ, শপথ গ্রহণের পরিবর্তে দৃঢ়তাসহকারে বলিতে বা ঘোষণা করিতে আইন দ্বারা অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে, দৃঢ়তাসহকারে বলা বা ঘোষণা করা অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

(৫৫ক) [৪][বিলুপ্ত]

[৫][(৫৬) **নৌযান**।- "নৌযান" বলিতে জলপথে ব্যবহৃত কোন জাহাজ বা নৌকা অথবা যে কোন বর্ণনার নৌযান অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

(৫৬ক) [৪][বিলুপ্ত]

(৫৬কক) [৪][বিলুপ্ত]

---

[১] প্রাগুক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা আদি দফা (৪৯), (৫২ক১) ও (৫২ক) বিলুপ্ত।

[২] ১৯৬০ সনের আদেশ নং ২১-এর ধারা ৩ ও দ্বিতীয় তফসিল দ্বারা সন্নিবেশিত দফা (৫৩ক)-এ সংজ্ঞায়িত "বিশেষ এলাকাসমূহ" আইনসমূহের কেন্দ্রীয় অভিযোজন আদেশ, ১৯৬৪ (১৯৬৪ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১)-এর অনুচ্ছেদ ২ এবং তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩] ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৪ দ্বারা দফা (৫৪ক) প্রতিস্থাপিত।

[৪] প্রাগুক্ত আদেশ দ্বারা দফা (৫৫ক), (৫৬ক) ও (৫৬কক) বিলুপ্ত।

[৫] মার্চেন্ট শিপিং অ্যাক্ট, ১৮৯৪ (৫৭ ও ৫৮ ভিক্টোরিয়ান শতক ৬০)-এর ধারা ৭৪২ দ্রষ্টব্য। এই সংজ্ঞাটি পূর্ববর্তী দফা (৫১)-এ বর্ণিত জাহাজের সংজ্ঞার সম্পূরক। দণ্ডবিধি, ১৮৬০ (১৮৬০-এর ৪৫ নং আইন)-এর ধারা ৪৮ এবং ক্যানাল এণ্ড ড্রেইনেজ অ্যাক্ট, ১৮৭৩ (১৮৭৩ সনের ৮ নং আইন)-এর ধারা ৩ এবং সি কাস্টমস অ্যাক্ট, ১৮৭৮ (১৮৭৮ সনের ৮ নং আইন)-এর ধারা ৩ (চ) এ "নৌযান"-এর সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য।

[১][(৫৭) **উইল**।- "উইল" বলিতে শেষ ইচ্ছাপত্র এবং স্বেচ্ছায় সম্পত্তির মরণোত্তর বণ্টন সংক্রান্ত সব ধরনের লেখা অন্তর্ভুক্ত হইবে ঃ

[২][(৫৮) **লেখা**।- "লেখা" সম্পর্কিত অভিব্যক্তি মুদ্রণ, প্রস্তরে খোদাই, আলোকচিত্র এবং অন্য কোন মাধ্যমে দৃশ্যমান আকারে অথবা পুনঃ প্রকাশিত শব্দের ব্যাখ্যার প্রসঙ্গকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্যাখ্যাত হইবে ঃ এবং

(৫৯) বৎসর।- "বৎসর" অর্থে ব্রিটিশ পঞ্জিকা অনুযায়ী বর্ণিত বৎসরকে বুঝাইবে।

৪। **পূর্ববর্তী আইনসমূহে উপরি-উল্লিখিত সংজ্ঞাসমূহের প্রয়োগ**।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, ধারা ৩ এ উল্লিখিত নিম্নবর্ণিত শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহের সংজ্ঞসমূহ, যথা. "হলফনামা", [৩]["অ্যাডভোকেট"], [৪]*"জেলাজজ", "পিতা", [৪][৫]*"স্থাবর সম্পত্তি", "কারাদণ্ড", [৪]*"ম্যাজিস্ট্রেট", "মাস", "অস্থাবর সম্পত্তি", "শপথ", "ব্যক্তি", "ধারা", "পুত্র", "প্রতিজ্ঞা", "উইল" এবং "বৎসর" ১৮৬৮ সনের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় দিবসের পরবর্তীতে প্রণীত সংসদের সকল আইন এবং ১৮৮৭ সনের জানুয়ারী মাসের ১৪তম দিবসের পরবর্তীতে প্রণীত সকল প্রবিধির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

২। বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, উল্লিখিত ধারায় নিম্নবর্ণিত শব্দ ও অভিব্যক্তিসমূহের সংজ্ঞসমূহ যথা "দুস্কর্মে সহায়তা", "অধ্যায়ন", "প্রবর্তন", "অর্থ বৎসর", "স্থানীয় সংস্থা", "মাস্টার", "অপরাধ", "অংশ", "গণউপদ্রব", "নিবন্ধিত", "তফসিল", "জাহাজ", "স্বাক্ষর", "উপ-ধারা" এবং "লেখা" ১৮৮৭ সনের জানুয়ারী মাসের ১৪তম দিবস বা তৎপরবর্তীতে প্রণীত [৬][সংসদের সকল আইন] এবং প্রবিধির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

---

[১]উত্তরাধিকার আইন, ১৯২৫ (১৯২৫ সনের ৩৯ নং আইন)-এর ধারা ২ এ ইচ্ছাপত্রের সংজ্ঞা দ্রষ্টব্য।

[২]ব্যাখ্যা আইন, ১৮৮৯ (৫২ ও ৫৩ ভিক্টোরিয়া শতক ৬৩)-এর ধারা ২০ দ্রষ্টব্য।

[৩]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৫ দ্বারা "ব্যারিস্টার" শব্দের পরিবর্তে "এ্যাডভোকেট" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[৪]সংযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা "ব্রিটিশ ভারত", "ভারত সরকার" "হাইকোর্ট" এবং "স্থানীয় সরকার" শব্দ সমষ্টি বিলুপ্ত।

[৫]রহিতকরণ ও সংশোধনী আইন, ১৯১৯ (১৯১৯ সনের ১৮ নং আইন)-এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা "হার ম্যাজিস্ট্রি" বা "দ্যা কুইন" শব্দ সমষ্টি রহিতকৃত।

[৬]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৫ দ্বারা "কেন্দ্রীয় আইন" শব্দসমষ্টির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[১][৪ক। **বাংলাদেশের সকল আইনে কতিপয় সংজ্ঞার প্রয়োগ**।–(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, ধারা ৩ এ উল্লিখিত [৩]*[২] "সংসদের আইন"], [৪]*[৩]*"মুখ্য রাজস্ব কর্তৃপক্ষ", [৫]["গেজেট", "সরকার", "সরকারী মঞ্জুরী", "সরকারী দায়", "সরকারী সম্পত্তি",] "সরকারী ঋণপত্র", "হাইকোর্ট", [৬]["হাইকোর্ট বিভাগ",] [৭]*[৮]*[৩]*"সরকারী গেজেট", [৯]["বাংলাদেশের আইন"] এবং [১০]["সরকার কর্তৃক বা সরকারের বিরুদ্ধে মকদ্দমা"] অভিব্যক্তিসমূহ [বাংলাদেশে সকল আইনের] ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

[১১](২) [৯][বাংলাদেশের কোন আইনে], [১২][সরকার],-এর অসামরিক চাকুরী, বা সরকারের অধীন অসামরিক পদে নিয়োগের ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত কোন বিধানে উল্লিখিত [১২][সরকার] অর্থে [১২][সরকার] কর্তৃক আদিষ্ট এইরূপ ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে, এবং এতদুদ্দেশ্যে [১২][সরকার]-এর অসামরিক চাকুরীতে নিয়োজিত ব্যক্তিগণের চাকুরীর শর্তাবলী নির্ধারণী বিধিমালা প্রণয়নের ক্ষমতা অর্পণ সংক্রান্ত বিধানে [১২][সরকার] কর্তৃক ক্ষমতা প্রদত্ত কোন ব্যক্তি অন্তর্ভুক্ত হইবে।

---

[১]অভিযোজন আদেশ ১৯৩৭ দ্বারা ধারা ৪-এর পর ৪ক সংযোজিত।

[২]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর) এর অনুচ্ছেদ ৫ দ্বারা "কেন্দ্রীয় আইন" শব্দসমষ্টির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৩]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৬ দ্বারা "ব্রিটিশ ইন্ডিয়া", "কেন্দ্রীয় সরকার", "কেন্দ্রীয় লেজিসলেচার" শব্দসমূহ বিলুপ্ত।

[৪]রহিতকরণ ও সংশোধনী আদেশ, ১৯৬৫ দ্বারা "মুখ্য রাজস্ব নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ" শব্দসমূহ বিলুপ্ত।

[৫]পাকিস্তান (এ্যাডাপটেশন অব এক্সিসটিং পাকিস্তান লজ) আদেশ, ১৯৪৭ দ্বারা "ক্রাউন কন্ট্রাক্টস", "ক্রাউন ডেটস", "ক্রাউন গ্রান্টস", "ক্রাউন হ্যাবিলিটিস", "ক্রাউন প্রপার্টি", "ক্রাউন রিপ্রেজেনটেটিভস", "ক্রাউন রেভিনিউ", "ফেডারেল রেলওয়ে অথরিটি", "গেজেট", "গভর্নমেন্ট" শব্দসমূহ বিলুপ্ত ; এবং পরবর্তীতে অভিযোজন আদেশ, ১৯৬১ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৬]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৬ দ্বারা সংযোজিত।

[৭]পাকিস্তান (এ্যাডাপটেশন অব এক্সিসটিং পাকিস্তান লজ) আদেশ ১৯৪৭ দ্বারা "ইন্ডিয়া", "ইন্ডিয়ান স্টেট" এবং "প্রাদেশিক সরকার" বিলুপ্ত।

[৮]পাকিস্তান (এ্যাডাপটেশন অব এক্সিসটিং পাকিস্তান লজ) আদেশ, ১৯৪৭ দ্বারা "ইন্ডিয়ান ল" শব্দসমূহ বিলুপ্ত।

[৯]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[১০]রহিতকরণ ও সংশোধনী অধ্যাদেশ, ১৯৬৫ দ্বারা সংশোধিত।

[১১]গভর্নমেন্ট অব ইন্ডিয়া অ্যাক্ট, ১৯৩৫-এর ধারা ২৪১ দ্রষ্টব্য।

[১২]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৬ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

(৩) [১][বাংলাদেশের কোন আইনে] [৩][সরকার]-এর বা উহার অধীন কর্মচারী অথবা চাকুরী, সরকারের বা উহার মালিকানাধীন অথবা অনুকূলে ন্যস্ত এবং [৪][সরকার]-এর অনুকূলে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির উল্লেখ যথাক্রমে [২][সরকার]-এর চাকুরীতে নিয়োজিত ব্যক্তি, [২][সরকার]-এর চাকুরী, [৫][সরকার]-এর অনুকূলে ন্যস্ত এবং [৫][সরকার]-এর অনুকূলে বাজেয়াপ্তকৃত সম্পত্তির উল্লেখ হিসাবে ব্যাখ্যাত হইবে।]

ব্যাখ্যা সংক্রান্ত সাধারণ বিধি

৫। **আইন বলবৎকরণ**।–[৬][(১) যেক্ষেত্রে সংসদের কোন আইন বলবৎ হইবার কোন নির্দিষ্ট দিবসের উল্লেখ থাকে না, সেইক্ষেত্রে, ইহা বলবৎ হইবে,–

[৭](ক) ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের ২৬তম দিবসের পূর্বে সংসদের যে সকল আইনের ক্ষেত্রে এই আইন প্রযোজ্য ছিল, সেই সকল আইনের ক্ষেত্রে সম্মতি পাইবার তারিখে ; এবং

(খ) সংসদের অন্যান্য আইনের ক্ষেত্রে, সরকারী গেজেটে সর্বপ্রথম সম্মতি প্রকাশিত হইবার তারিখে ;]

[(২) বিলুপ্ত]

(৩) ভিন্নরূপ কোন কিছুর উল্লেখ না থাকিলে, [৮][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধি প্রবর্তিত হইবার পূর্ববর্তী দিবস অতিক্রান্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই বলবৎ হইয়াছে বলিয়া ব্যাখ্যাত হইবে।

[৯][৫ক। বিলুপ্ত]

৬। **রহিতকরণের ফলাফল**।–যেক্ষেত্রে, এই আইন, অথবা এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [৮][সংসদের কোন আইন] অথবা প্রবিধি, এই যাবৎ প্রণীত হইয়াছে বা প্রণীত হইবে এইরূপ কোন আইনকে রহিত করে, সেইক্ষেত্রে, ভিন্নরূপ কোন উদ্দেশ্য প্রতীয়মান না হইলে–

(ক) উক্তরূপ রহিতকরণ কার্যকর হইবার সময় বলবৎ ছিল না বা অস্তিত্ব ছিল না এইরূপ কোন কিছুকে পুনর্জীবিত করিবে না ; অথবা

(খ) উক্তরূপ রহিতকরণ, উক্তরূপে রহিত কোন আইনের পূর্ববর্তী কার্যকরতা বা তদধীন যথাযথভাবে কৃত বা ব্যাহত কোন কিছুকে ক্ষুণ্ন করিবে না ; অথবা

---

[১]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সানের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৬ দ্বারা "পাকিস্তানী আইন" শব্দসমূহের পরিবর্তে "বাংলাদেশী আইন" শব্দসমূহ প্রতিস্থাপিত।

[২]প্রাগুপ্ত আদেশ দ্বারা "রাষ্ট্রের" পরিবর্তে "সরকার" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[৩]প্রাগুপ্ত আদেশ দ্বারা "সরকার বা কোন প্রদেশ" শব্দসমষ্টির পরিবর্তে "সরকার" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[৪]প্রাগুপ্ত আদেশ দ্বারা "সচিব.....বা একটি প্রদেশ" শব্দসমষ্টির পরিবর্তে "সরকার" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[৫]কেন্দ্রীয় আইন অভিযোজন আদেশ, ১৯৬১-এর অনুচ্ছেদ ২ ও তফসিল দ্বারা "ক্রাউন" শব্দের স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৬]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর) এর অনুচ্ছেদ ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৭]কেন্দ্রীয় আইন অভিযোজন আদেশ, ১৯৬১ (১৯৫৬ সনের ২৩শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ২ ও তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[৮]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৭ দ্বারা "একটি কেন্দ্রীয় আইন" শব্দসমষ্টির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৯]পাকিস্তান (বিদ্যমান পাকিস্তানী আইনসমূহ অভিযোজন) আদেশ ১৯৪৭ (১৯৪৭ সনের গভর্নর জেনারেলের আদেশ নং-২০)-এর তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

(গ) উক্তরূপে রহিত কোন আইনের অধীন অর্জিত অথবা প্রাপ্ত কোন অধিকার, সুবিধা, বাধ্যবাধকতা বা দায়কে ক্ষুণ্ন করিবে না ; অথবা

(ঘ) উক্তরূপে রহিত কোন আইনের অধীন কৃত কোন অপরাধের ক্ষেত্রে প্রদত্ত কোন দণ্ড, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তিকে ক্ষুণ্ন করিবে না ; অথবা

(ঙ) উল্লিখিত অধিকার, সুবিধা, বাধ্যবাধকতা, দায়, দণ্ড, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি সংক্রান্ত কোন তদন্ত, আইনগত কার্যক্রম বা প্রতিকারকে ক্ষুণ্ন করিবে না ;

এবং অনুরূপ কোন তদন্ত, আইনগত কার্যক্রম বা প্রতিকার দায়ের করা, চালাইয়া যাওয়া বা বলবৎ করা যাইবে, এবং অনুরূপ কোন দণ্ড, বাজেয়াপ্তকরণ বা শাস্তি আরোপ এইরূপে করা যাইতে পারে, যেন বিলোপকারী আইন বা প্রবিধিটি প্রণীত হয় নাই।

[১][৬ক। **আইন বা প্রবিধিতে মূলপাঠ সংক্রান্ত সংশোধন দ্বারা আইনের রহিতকরণ**।—যেক্ষেত্রে এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [২][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধি দ্বারা কোন আইন রহিতকরণের ফলে ব্যক্ত রহিত, সন্নিবেশ বা প্রতিস্থাপনের মাধ্যমে [২][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধির মূল পাঠের কোন বিষয় সংশোধিত হয়, সেইক্ষেত্রে, ভিন্নরূপ কোন অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, এইরূপ রহিত, উক্তরূপ রহিতকরণের সময়ে, রহিত আইনটি দ্বারা এইরূপ কোন সংশোধনীর ধারাবাহিকতা এবং কার্যকরতাকে ক্ষুণ্ন করিবে না।]

[৩]৭। **রহিত আইনের পুনঃ প্রবর্তন**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [২][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধি দ্বারা সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে রহিত কোন আইন, সম্পূর্ণ বা আংশিকভাবে পুনঃ প্রবর্তন করিতে হইলে, উক্তরূপ উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে ব্যক্ত করিতে হইবে।

(২) ১৮৬৮ সনের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় দিবসের পরবর্তীতে প্রণীত [৪][সংসদের সকল আইনে] এবং ১৮৮৭ সনের জানুয়ারী মাসের চৌদ্দতম দিবস বা তৎপরবর্তীতে প্রণীত সকল প্রবিধির ক্ষেত্রেও এই ধারা প্রযোজ্য হইবে।

[৫][৮ ।] **রহিত আইনের ক্ষেত্রে বরাতের ব্যাখ্যা**।—[৫][(১)] [৬]যেক্ষেত্রে এই আইন, বা এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [২][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধি, পূর্ববর্তী কোন আইনের বিধান পরিবর্তনসহ বা ব্যতীত, রহিত বা পুনঃ প্রবর্তন করে, সেইক্ষেত্রে, ভিন্নরূপ কোন উদ্দেশ্য প্রতীয়মান না হইলে, অন্য কোন আইন বা দলিলে উক্তরূপে রহিত বিধানের বরাত, পুনঃ প্রবর্তিত বিধানের বরাত হিসাবে ব্যাখ্যাত হইবে।

---

[১]জেনারেল ক্লজেস্ (সংশোধন) আইন, ১৯৩৬ (১৯৩৬ সনের ১৯ নং আইন)-এর ধারা ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[২]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৭ ধারা প্রতিস্থাপিত।

[৩]ব্যাখ্যা আইন, ১৮৬৯ (৫২ ও ৫৩ ভিক্টোরিয়ান শতক ৬৩)-এর ধারা ১১ দ্রষ্টব্য।

[৪]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৭ দ্বারা "কেন্দ্রীয় আইন"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৫]রহিতকরণ ও সংশোধন আইন, ১৯১৯ (১৯১৯ সনের ১৮ নং আইন)-এর ধারা ২ এবং তফসিল ১ দ্বারা ধারা ৮-এর পরিবর্তে ধারা ৮-এর উপ-ধারা (১) পুনঃ সংখ্যায়িত।

[৬]ব্যাখ্যা আইন, ১৮৬৯ (৫২ ও ৫৩ ভিক্টোরিয়ান শতক ৬৩-এর ধারা ৩৮ (১) দ্রষ্টব্য।

[১][(২) বিলুপ্ত]

৯। **সময়কালের আরম্ভ ও সমাপ্তি**।—(১) এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [২][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধিতে, দিবসমূহের ধারাবাহিকতা বা অন্য যেকোন সময়কাল হইতে প্রথম দিবসটি বাদ দেওয়ার উদ্দেশ্যে "হইতে" শব্দটির ব্যবহার, এবং দিবসমূহের ধারাবাহিকতা বা অন্য যেকোন সময়কালে শেষ দিবসটি অন্তর্ভুক্ত করিবার উদ্দেশ্যে "পর্যন্ত" শব্দটির ব্যবহার করিতে হইবে।

(২) এই ধারা ১৮৬৮ সনের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় দিবসের পরবর্তীতে প্রণীত [৩][সংসদের সকল আইন] এবং ১৮৮৭ সনের জানুয়ারী মাসের ১৪তম দিবস বা তৎপরবর্তীতে প্রণীত সকল প্রবিধির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

১০। **সময় গণনা**।—(১) যেক্ষেত্রে, এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [২][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধি দ্বারা কোন নির্দিষ্ট দিবস বা নির্ধারিত সময়কালে কোন আদালতে বা কার্যালয়ে কোন কার্য বা কার্যধারা সম্পাদন অথবা গ্রহণ করিবার নির্দেশ অথবা অনুমতি প্রদান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে, যদি উক্ত নির্দিষ্ট দিবস বা নির্ধারিত সময়কালের শেষ দিবসে আদালত বা কার্যালয় বন্ধ থাকে, তাহা হইলে উক্ত কার্য বা কার্যধারাটি আদালত বা কার্যালয় খুলিবার পূর্ববর্তী দিবসের অব্যবহিত পরবর্তী দিবসে সম্পাদিত বা গৃহীত হইলে উহা যথাযথভাবে সম্পাদিত বা গৃহীত হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, [৪]*তামাদি আইন, ১৮৭৭ [৫](১৮৭৭ সনের ১৫ নং আইন) প্রযোজ্য হয় এইরূপ কোন কার্য বা কার্যধারার ক্ষেত্রে এই ধারার কোন কিছুই প্রযোজ্য হইবে না।

(২) ১৮৮৭ সনের জানুয়ারী মাসের ১৪তম দিবস ও তৎপরবর্তীতে প্রণীত [৩][সংসদের সকল আইন] এবং প্রবিধির ক্ষেত্রেও এই ধারা প্রযোজ্য হইবে।

[৬]১১। **দূরত্বের পরিমাপ**।—এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [২][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধির উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কোন দূরত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে, ভিন্নরূপ কোন উদ্দেশ্য প্রতীয়মান না হইলে, উক্ত দূরত্ব সমভূমিতে সরল রেখায় পরিমাপ করিতে হইবে।

১২। **আইনে নির্ধারিত শুল্ক আনুপাতিক হারে আদায়যোগ্য**।—যেক্ষেত্রে, আপাততঃ বলবৎ কোন আইন বা পরবর্তীতে বলবৎযোগ্য কোন আইন দ্বারা, ওজন পরিমাপ বা মূল্যের ভিত্তিতে কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ পণ্যসামগ্রী বা ব্যবসা সামগ্রীর উপর কোন বহিঃ শুল্ক বা আবগারী শুল্ক, বা অনুরূপ কোন শুল্ক, আরোপযোগ্য হয়, সেই ক্ষেত্রে কম-বেশি একই পরিমাণের উপর একই হারে সমরূপ শুল্ক আরোপযোগ্য হইবে।

---

[১]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৯ দ্বারা উপ-ধারা (২) বিলুপ্ত।

[২]প্রাগুক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[৩]প্রাগুক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ৭ দ্বারা "কেন্দ্রীয় আইন"-এর স্থলে প্রতিস্থাপিত।

[৪]প্রাগুক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ১০ দ্বারা "ভারতীয়" শব্দটি বিলুপ্ত।

[৫]বর্তমান প্রচলিত তামাদি আইন, ১৯০৮ (১৯০৮ সনের ৯ নং আইন) দ্রষ্টব্য।

[৬]ব্যাখ্যা আইন, ১৮৮৯ (৫২ ও ৫৩ ভিক্টোরিয়ান শতক ৬৩)-এর ধারা ৩৪ দ্রষ্টব্য।

১৩। **লিঙ্গ ও বচন**।–বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, [১][সংসদের সকল আইন] এবং প্রবিধিতে,–

(১) পুরুষবাচক শব্দসমূহ স্ত্রীবাচক শব্দসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিবে ; এবং

(২) একবচন শব্দসমূহ বহুবচন শব্দসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিবে, এবং অনুরূপভাবে বহুবচন শব্দসমূহ একবচন শব্দসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

১৩ক। [২][বিলুপ্ত]

ক্ষমতা ও কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ

১৪। **অর্পিত ক্ষমতার সময় সময় প্রয়োগ**।–(১) যেক্ষেত্রে, এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [১][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধি দ্বারা কোন ক্ষমতা [৩]*অর্পিত হয়, সেই ক্ষেত্রে, [৪][ভিন্নরূপ কোন কিছু প্রতীয়মান না হইলে,] প্রয়োজন অনুযায়ী, সময় সময়, উক্ত ক্ষমতা প্রয়োগ করা যাইবে।

(২) এই ধারা ১৮৮৭ সনের জানুয়ারী মাসের চৌদ্দতম দিবস বা তৎপরবর্তীতে প্রণীত [১][সংসদের সকল আইন] এবং প্রবিধির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

১৫। **নিয়োগের ক্ষমতা পদাধিকার বলে নিয়োগের ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে**।–যেক্ষেত্রে, [১][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধি দ্বারা, কোন পদ পূরণ অথবা কার্যসম্পাদনের জন্য কোন ব্যক্তি নিয়োগ প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে, ভিন্নরূপ কোন কিছুর সুস্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলে, এই আইন প্রবর্তনের পর, এইরূপ নিয়োগ ব্যক্তির নামে বা পদাধিকারবলে প্রদান করা যাইবে।

১৬। **নিয়োগের ক্ষমতা সাময়িক বরখাস্ত বা বরখাস্তের ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে**।–যেক্ষেত্রে, [১][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধি দ্বারা, কোন নিয়োগ প্রদানের ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে, ভিন্নরূপ কোন উদ্দেশ্য প্রতীয়মান না হইলে, [৫][আপাততঃ] অনুরূপ নিয়োগ প্রদানের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের আওতায় [৬][তদকর্তৃক বা অন্য কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক] নিয়োগকৃত ব্যক্তিকে সাময়িক বরখাস্ত বা বরখাস্ত করিবার ক্ষমতা থাকিবে।

১৭। **কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের স্থলাভিষিক্তকরণ**।–(১) এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [১][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধিতে, সাময়িকভাবে কোন পদে দায়িত্বপালনকারী সকল ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির ক্ষেত্রে, কোন আইনের প্রয়োগ প্রর্দশনের উদ্দেশ্যে, দায়িত্বপালনকালীন সময়ে, উক্ত কর্মকর্তার দাপ্তরিক পদবী, বা সাধারণভাবে দায়িত্বপালনকারী কর্মকর্তার পদবী উল্লেখ করিতে হইবে।

(২) এই ধারা ১৮৬৮ সনের জানুয়ারি মাসের তৃতীয় দিবসের পরে প্রণীত, [১][সংসদের সকল আইন]-এর ক্ষেত্রে, এবং ১৮৮৭ সনের জানুয়ারি মাসের চৌদ্দতম দিবসে বা তৎপরবর্তীতে প্রণীত সকল প্রবিধির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

---

[১]প্রাগুক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ২ দ্বারা "কেন্দ্রীয় আইন"-এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২]কেন্দ্রীয় আইন (অভিযোজন) আদেশ, ১৯৬১ (১৯৬১ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১) (১৯৫৬ সনের ২৩শে মার্চ হতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ২ এবং তফসিল দ্বারা বিলুপ্ত।

[৩]১৯১৯ সনের ১৮ নং আইনের ধারা ৩ ও তফসিল ১ দ্বারা "সরকারের নিকট" শব্দসমষ্টি রহিত।

[৪]প্রাগুক্ত আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৫]রহিতকরণ ও সংশোধনী আইন, ১৯৬৮ (১৯৬৮ সনের ১৮ নং আইন)-এর ধারা ২ এবং তফসিল ১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬]প্রাগুক্ত আইন দ্বারা "তদকর্তৃক" শব্দটির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

১৮। **উত্তরাধিকারী**।–(১) এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [১][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধিতে, কোন কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গের বা স্থায়ী ধারাবাহিকতা সম্পন্ন কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে, কোন আইনের সম্পর্ক প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে, কর্মভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিবর্গ বা কর্পোরেশনের সম্পর্কে ব্যক্ত করিতে হইবে।

(২) এই ধারা ১৮৬৮ সনের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় দিবসের পরবর্তীতে প্রণীত [১][সংসদের সকল আইন]-এর ক্ষেত্রে এবং ১৮৮৭ সনের জানুয়ারী মাসের চৌদ্দতম দিবসে বা তৎপরবর্তীতে প্রণীত সকল প্রবিধির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

১৯। **দপ্তর প্রধান ও অধঃস্তন কর্মচারী**।–(১) এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [১][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধিতে, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার পরিবর্তে উক্ত দপ্তরের আইনানুগভাবে দায়িত্ব পালনকারী উপ-প্রধান বা অধঃস্তন কর্মকর্তাগণের ক্ষেত্রে, প্রধান বা উর্ধ্বতন কর্মকর্তার সহিত সম্পর্কযুক্ত কোন আইন প্রযোজ্য হইবে, উহা ব্যক্ত করিবার উদ্দেশ্যে, উর্ধ্বতন কর্মকর্তার দায়িত্ব নির্ধারণ করিতে হইবে।

(২) এই ধারা ১৮৬৮ সনের জানুয়ারী মাসের তৃতীয় দিবসের পরবর্তীতে প্রণীত [১][সংসদের সকল আইন] এবং ১৮৮৭ সনের জানুয়ারী মাসের চৌদ্দতম দিবস ও তৎপরবর্তীতে প্রণীত সকল প্রবিধির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হইবে।

আইনের অধীন প্রণীত আদেশ, বিধিমালা ইত্যাদি সম্পর্কিত বিধানাবলী

[২]২০। **আইনের অধীন জারীকৃত আদেশ, ইত্যাদি ব্যাখ্যা**।–যে ক্ষেত্রে, [১][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধিতে কোন [৩][প্রজ্ঞাপন], আদেশ, পরিকল্প, বিধি, ফরম বা উপ-আইন জারীর কোন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে এই আইন প্রবর্তনের পরে প্রণীত, অনুরূপ প্রজ্ঞাপন, আদেশ, পরিকল্প, বিধি, ফরম বা উপ-আইনে ব্যবহৃত অভিব্যক্তিসমূহের অর্থ, বিষয় প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, অনুরূপ ক্ষমতা অপর্ণকারী আইনে ব্যবহৃত অভিব্যক্তির সমার্থক হইবে।

[৪]২১। **আদেশ, বিধি বা উপ-আইন প্রণয়নে ক্ষমতা, সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্তন বা বাতিলের ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে**।–যেক্ষেত্রে [১][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধি দ্বারা [৫][প্রজ্ঞাপন], আদেশ, বিধি বা উপ-আইন [৫][জারীর], কোন ক্ষমতা অর্পণ করা হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত ক্ষমতা, একইভাবে প্রয়োগাযোগ্য এবং অনুরূপ অনুমোদন ও শর্তাবলী (যদি থাকে), [৬][জারীকৃত], কোন [৭][প্রজ্ঞাপন], আদেশ, বিধি বা উপ-আইনে সংযোজন, সংশোধন, পরিবর্তন বা উহা বাতিলের ক্ষমতাকে অন্তর্ভুক্ত করিবে।

---

[১]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২]ব্যাখ্যা আইন ১৮৮৯ (৫২ ও ৫৩ ভিক্টোরিয়ান শতক ৬৩)-এর ধারা ৩১ দ্রষ্টব্য।

[৩]সংশোধনী আইন, ১৯০৩ (১৯০৩ সনের ১ নং আইন)-এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৪]ব্যাখ্যা আইন, ১৮৮৯ (৫২ ও ৫৩ ভিক্টোরিয়া শতক ৬৩)-এর ধারা ৩২ দ্রষ্টব্য।

[৫]সংশোধনী আইন, ১৯০৩ (১৯০৩ সনের ১ নং আইন)-এর ধারা ৩ এবং তফসিল ২ দ্বারা "প্রণয়ন" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৬]প্রাগুক্ত আইন দ্বারা "প্রণীত" শব্দের পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৭]প্রাগুক্ত আইন দ্বারা সন্নিবেশিত।

[১]২২। **আইন গৃহীত ও কার্যকর হইবার মধ্যবর্তী সময়ে বিধি বা উপ-আইন প্রণয়ন এবং আদেশ জারী**।—যেক্ষেত্রে, গৃহীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে কার্যকর হয় না এইরূপ সংসদের কোন আইন বা প্রবিধি দ্বারা, উক্ত আইন বা প্রবিধি প্রয়োগ সম্পর্কে, বা তদধীন কোন আদালত বা দপ্তর প্রতিষ্ঠা, বা কোন বিচারক বা কর্মকর্তার নিয়োগ সম্পর্কে, অথবা এই আইন বা প্রবিধির অধীন কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন কিছু করণীয় সম্পর্কে বা ফি পরিশোধের জন্য সময়, বা স্থান, বা পদ্ধতি সম্পর্কে করণীয় বিষয়ে বিধি বা উপ-আইন প্রণয়ন, বা আদেশ জারী করিবার ক্ষমতা প্রদান করা হয়, সেই ক্ষেত্রে উল্লিখিত ক্ষমতা উক্ত আইন বা প্রবিধি গৃহীত হইবার পরবর্তীতে যে কোন সময়ে প্রয়োগ করা যাইবে ; কিন্তু উক্তরূপে প্রণীত বা জারীকৃত বিধি, উপ-আইন বা আদেশ, উক্ত আইন বা প্রবিধি প্রবর্তন হইবার পূর্ব পর্যন্ত কার্যকর হইবে না।

২৩। **প্রাক-প্রকাশনার পর বিধি বা উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধান**।—যেক্ষেত্রে, [২][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধি দ্বারা, প্রাক-প্রকাশনার পর প্রণয়নের শর্ত সাপেক্ষে, বিধি বা উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করা হয়, সেইক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিধানসমূহ প্রযোজ্য হইবে, যথা ঃ

(১) বিধি বা উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, উহা প্রণয়নের পূর্বে তদ্দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারে এইরূপ সকল ব্যক্তিবর্গের জ্ঞাতার্থে, প্রস্তাবিত বিধি বা উপ-আইনের একটি খসড়া প্রকাশ করিবে ;

(২) কর্তৃপক্ষ যেরূপ পদ্ধতি পর্যাপ্ত মনে করিবে সেইরূপ পদ্ধতিতে, বা প্রাক-প্রকাশনার শর্ত আবশ্যক হইলে, [৩][সরকার] কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে খসড়াটি প্রকাশ করিবে ;

(৩) যে তারিখে বা তারিখের পর খসড়াটি বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হইবে উহা উল্লেখ করিয়া খসড়াটির সহিত একটি নোটিশ প্রকাশ করিতে হইবে ;

(৪) বিধি বা উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ, এবং যেক্ষেত্রে অন্য কোন কর্তৃপক্ষের মঞ্জুরী, অনুমোদন বা সম্মতিক্রমে বিধি বা উপ-আইন প্রণয়ন করিতে হয়, সেইক্ষেত্রে উক্ত কর্তৃপক্ষ, নির্ধারিত তারিখের পূর্বে বিধি বা উপ-আইন প্রণয়নের ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষের নিকট প্রস্তাবিত খসড়ার বিষয়ে কোন ব্যক্তির দাখিলকৃত আপত্তি বা পরামর্শ বিবেচনা করিবে ;

(৫) প্রাক-প্রকাশনার পর বিধি বা উপ-আইন, প্রণয়নের ক্ষমতা বলে কোন বিধি বা উপ-আইনের [৪][সরকারী গেজেটে] প্রকাশনা, বিধি বা উপ-আইন যথাযথভাবে প্রণীত হইবার চূড়ান্ত প্রমাণ হইবে।

---

[১]ব্যাখ্যা আইন, ১৮৮৯ (৫২ ও ৫৩ ভিক্টোরিয়ান শতক ৬৩)-এর ধারা ৩৭ দ্রষ্টব্য।

[২]পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পাদটিকা ১ দ্রষ্টব্য।

[৩]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর) "কেন্দ্রীয় সরকার" শব্দসমষ্টির পরিবর্তে "সরকার" শব্দটি প্রতিস্থাপিত।

[৪]অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা "গেজেট" শব্দটির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

২৪। **রহিত এবং পুনঃ প্রবর্তিত আইনের অধীন জারীকৃত আদেশ, ইত্যাদির ধারাবাহিকতা**।—যেক্ষেত্রে এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে [১][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধি, পরিবর্তনসহ বা ব্যতীত, রহিত এবং পুনঃ প্রবর্তিত হয়, সেইক্ষেত্রে, সুস্পষ্টভাবে ভিন্নরূপে কোন কিছুর উল্লেখ না থাকিলে, রহিত আইন বা প্রবিধির অধীন [২][প্রণীত বা] জারীকৃত কোন [২][নিয়োগ, প্রজ্ঞাপন,] আদেশ, পরিকল্প, বিধি, ফরম বা উপ-আইন, পুনঃপ্রবর্তিত আইনের বিধানের সহিত উহা যতদূর পর্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ না হয় তাদের ততদূর পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে, এবং এইরূপে পুনঃপ্রবর্তিত আইনের বিধানের অধীন [২][প্রণীত বা] বা জারীকৃত কোন [২][নিয়োগ, প্রজ্ঞাপন,] আদেশ, পরিকল্প, ফরম বা উপ-আইন যদি না এবং যতক্ষণ না পর্যন্ত বাতিল হয়, এইরূপে পুনঃপ্রবর্তিত আইনের অধীন প্রণীত বা জারীকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে। [৩]***

বিবিধ

২৫। **জরিমানা আদায়**।—আরোপিত জরিমানা আদায়ের উদ্দেশ্যে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারী ও কার্যকর করা সংক্রান্ত [৪]* দণ্ডবিধি (১৮৬০ সনের ৪৫ নং আইন) এর ধারা ৬৩ হইতে ৭০ পর্যন্ত এবং [৫]আপাততঃ বলবৎ ফৌজদারি কার্যবিধির বিধানসমূহ অন্য কোন আইন, প্রবিধি, বিধি বা উপ-আইনের অধীন আরোপিত সকল জরিমানার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যদি না উক্ত আইন, প্রবিধি, বিধি বা উপ-আইনে স্পষ্ট কোন ভিন্নতর বিধান থাকে।

২৬। **দুই বা ততোধিক আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধের ক্ষেত্রে বিধান**।—যেক্ষেত্রে কোন কার্য বা বিচ্যুতি দুই বা ততোধিক আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ হয়, সেইক্ষেত্রে অপরাধীকে ঐ আইনসমূহের সকল বা যে কোন একটি অধীন অভিযুক্ত এবং শাস্তি প্রদান করা যাইবে, কিন্তু একই অপরাধের জন্য দুইবার শাস্তি প্রদান করা যাইবে না।

[৬]২৭। **ডাকযোগে জারীর অর্থ**।—যেক্ষেত্রে, এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [১][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধিতে কোন দলিল ডাকযোগে জারীর অনুমতি দেওয়া বা প্রয়োজন হয়, সেইক্ষেত্রে "জারী" বা "প্রদান" বা "প্রেরণ" এর যেকোন অভিব্যক্তি অথবা অন্য যেকোন অভিব্যক্তিই ব্যবহৃত হউক না কেন, ভিন্নরূপ কোন উদ্দেশ্য প্রতীয়মান না হইলে, দলিল সম্পর্কিত পত্রটির জারীকার্য যথাযথ সম্বোধনযুক্ত, ডাকমাশুল পরিশোধিত এবং রেজিস্ট্রি ডাকযোগে প্রেরিত এবং ভিন্নরূপ কোন কিছু প্রমাণিত না হইলে, সাধারণ ডাকযোগে যে সময়ের মধ্যে বিলি হয় সেই সময়ে বিলিকৃত হইয়াছে বলিয়া গণ্য হইবে।

---

[১]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৭ দ্বারা প্রতিস্থাপিত।

[২]সংশোধনী আইন, ১৯০৩ (১৯০৩ সনের ১ নং আইন) এর ধারা ৩ ও এবং তফসিল ২ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৩]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ এর অনুচ্ছেদ ১২ দ্বারা "এবং যখন-------রহিতকৃত ও পুনঃ প্রবর্তিত মর্মে গণ্য হইবে" শব্দ সমষ্টি ও কমাসমূহ বিলুপ্ত।

[৪]প্রাগুক্ত আদেশের অনুচ্ছেদ ১৩ দ্বারা বিলুপ্ত।

[৫]ফৌজদারী কার্যবিধি, ১৮৯৮ (১৮৯৮ সনের ৫ নং আইন) এর ধারা ৩৮৬ দ্রষ্টব্য।

[৬]ব্যাখ্যা আইন, ১৮৮৯ (৫২ ও ৫৩ ভিক্টোরিয়ান শতক ৬৩) এর ধারা ২৬ দ্রষ্টব্য।

[২]২৮। আইনের উদ্ধৃতি।—(১) [১][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধিতে, অথবা অনুরূপ কোন আইন, বা প্রবিধির অধীন প্রণীত বা প্রসঙ্গে কোন বিধি, উপ-আইন, দলিল-দস্তাবেজ (Instrument) বা দলিলে কোন আইন, [৩][সংক্ষিপ্ত শিরোনাম বা উহার বঙ্গানুবাদ] উল্লেখ করিয়া বা নম্বর এবং উহার সন উল্লেখপূর্বক উদ্ধৃত করা যাইবে, এবং কোন আইনে উল্লিখিত কোন বিধান আইনটির ধারা বা উপ-ধারা উল্লেখপূর্বক উদ্ধৃত করা যাইবে।

(২) এই আইনে এবং এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত [১][সংসদের কোন আইন] বা প্রবিধিতে, অন্য কোন আইনের বর্ণনা বা কোন অংশের উল্লেখ, ভিন্নরূপ কোন অভিপ্রায় প্রতীয়মান না হইলে, উল্লিখিত বা প্রাসঙ্গিক অংশের শুরু ও শেষ অংশের শব্দ, ধারা বা অন্য অংশকে অন্তর্ভুক্ত করিয়া ব্যাখ্যাত হইবে।

[৪]২৯। **পূর্ববর্তী আইন, বিধি এবং উপ-আইনের হেফাজত**।—এই আইন প্রবর্তনের পরবর্তীতে প্রণীত আইন, প্রবিধি, বিধি বা উপ-আইনের ব্যাখ্যা সংক্রান্ত এই আইনের বিধানসমূহ, এই আইন পরবর্তীতে প্রণীত কোন আইন, প্রবিধি, বিধি বা উপ-আইন দ্বারা বলবৎকৃত বা সংশোধিত হওয়া সত্ত্বেও, এই আইন প্রবর্তনের পূর্বে প্রণীত কোন আইন, প্রবিধি, বিধি বা উপ-আইনের ব্যাখ্যাকে ক্ষুণ্ন করিবে না।

[৫][৩০। **অধ্যাদেশের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ**।—এই আইনে, ধারা ৫ ব্যতীত, [১][সংসদের কোন আইন] অভিব্যক্তি যেখানেই উল্লিখিত হউক না কেন, এবং ধারা ৩ এর দফা (৯), (১২), (৩৮), (৪৮) এবং (৫০) এবং ধারা ২৫ এ উল্লিখিত "আইন" শব্দটি, কোন সাংবিধানিক বিধানের অধীন আইন প্রণয়নের ক্ষমতা-সম্পন্ন ব্যক্তি অথবা সংবিধানের অধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত এবং জারীকৃত অধ্যাদেশকে অন্তর্ভুক্ত করিবে বলিয়া গণ্য হইবে।]

[৬]***

[৭][৩১। **রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত আদশের ক্ষেত্রে আইনের প্রয়োগ**।—এই আইনের বিধানসমূহ বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি বা অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত যে কোন আদশের ব্যাখ্যা, এবং ১৯৭১ সনের মার্চ মাসের ২৬তম দিবসের পূর্বে প্রণীত এবং বাংলাদেশে বলবৎ কোন রাষ্ট্রপতির আদেশের ব্যাখ্যার প্রয়োগের ন্যায় এইরূপে প্রযোজ্য হইবে, যেন এইরূপ আদেশ সংসদের কোন আইন ছিল।]

তফসিল।—[৮][রহিত]

---

[১]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৭ দ্বারা "কেন্দ্রীয় আইন" শব্দসমষ্টির পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[২]ব্যাখ্যা আইন, ১৮৮৯ (৫২ ও ৫৩ ভিক্টোরিয়ান শতক ৬৩)-এর ধারা ৩৫ দ্রষ্টব্য।

[৩]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ (১৯৭১ সনের ২৬শে মার্চ হইতে কার্যকর)-এর অনুচ্ছেদ ৭ দ্বারা "কেন্দ্রীয় আইন" পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৪]ব্যাখ্যা আইন, ১৮৮৯ (৫২ ও ৫৩ ভিক্টোরিয়ান শতক ৬৩)-এর ধারা ৪০ দ্রষ্টব্য।

[৫]দ্বিতীয় রহিতকৃত ও সংশোধনী আইন, ১৯১৪ (১৯১৪ সনের ১৭ নং আইন)-এর ধারা ২ এবং তফসিল ১ দ্বারা সন্নিবেশিত।

[৬]অভিযোজন আদেশ, ১৯৩৭ দ্বারা ধারা ৩০ক এবং ৩১ রহিত।

[৭]১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৪৭ দ্বারা ধারা ৩১-এর পরিবর্তে প্রতিস্থাপিত।

[৮]সংশোধনী আইন, ১৯০৩ (১৯০৩ সনের ১ নং আইন)-এর ধারা ৪ এবং তফসিল ৬ দ্বারা রহিত।

গভর্নমেন্ট প্রিন্টিং প্রেস—কম্পিউটার শাখা—১৪৫৫/২০০৫-২০০৬/(লঃ)—২৪-০৮-২০০৬—১,৭০০ বই।